আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

জনসেবায় পথিকৃত

বিংশ শতকের শুরুর দিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই থাকত। দাঙ্গায় মারা যেত বহু মানুষ। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে লাশ সরানোর কোনো লোক ছিল না। ফলে কিছু লাশ পড়ে থাকত রাস্তায় আর কিছু ফেলে দেয়া হতো নদীতে। ঠিক এই দুঃসময়ে কিছু ধর্মপ্রাণ লোক এগিয়ে আসেন। তারা নিজ উদ্যোগে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তাদের উদ্যোগে একটি অরাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর অগ্রভাগে ছিলেন শেঠ ইব্রাহিম মোহাম্মদ ডুপ্লে। তিনি ছিলেন ভারতের সুরাটের বাসিন্দা। শেঠ ইব্রাহিম মোহাম্মদ ডুপ্লের উদ্যোগেই ১৯০৫ সালে কলকাতায় এ প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিক রূপ পায়। কারও নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠেনি। সেবামূলক এ প্রতিষ্ঠানটির নাম দেয়া হয় 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম'। এ তিনটি আরবি শব্দের অর্থ হলো– ইসলামী জনকল্যাণমূলক সংস্থা।

সেই থেকে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের মাধ্যমে 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' সমাজসেবায় এক ভিন্নধারা সৃষ্টি করেছে। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনটি বেওয়ারিশ লাশ দাফনের কাজ করে আসছে। পাশাপাশি অসহায় পরিবারের লাশ দাফনের ক্ষেত্রেও অসামান্য ভূমিকা পালন করছে সংগঠনটি। সময়ের আবর্তে এর প্রধান অফিস ঢাকায়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে স্থানীয় সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের সহায়তায় এ প্রতিষ্ঠানকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। শুরু থেকেই এটি একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বর্তমানে এর পরিচিতি ঢাকা শহর ছাড়িয়ে দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এখনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লাশ দাফনের কাজ অব্যাহত রেখেছে। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বেওয়ারিশ লাশ দাফনের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করলেও সমাজসেবার বিভিন্ন শাখায়ও এর কাজ প্রসারিত হয়েছে। ঢাকায় রয়েছে এর ফ্রি চিকিৎসা ইউনিট। স্কুল-কলেজ, এতিমখানা পরিচালনা, এতিম ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের জন্য কারিগরি ইনস্টিটিউট পরিচালনা, দুস্থ মানুষের জন্য মাসিকভিত্তিতে ভাতা প্রদান, ওষুধ ও কাপড় বিতরণসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে সংগঠনটি। তবে এর মূল কাজ হচ্ছে ফ্রি দাফন করা। বিশেষ করে বেওয়ারিশ লাশ ও গরিব দুস্থদের লাশ ফ্রি দাফন করে।

বর্তমানে এর প্রধান কার্যালয় পুরান ঢাকার ৫ কে এম দাস রোডে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ও রাজধানীর বাইরে বেশ কিছু এলাকায় এর স্থায়ী সম্পদ রয়েছে। রাজধানীতে গেন্ডারিয়া, কাকরাইল, নয়াটোলা, গোপীবাগ, এলিফ্যান্ট রোড, খিলগাঁও এবং পুরানা পল্টনে রয়েছে এর নিজস্ব সম্পদ। ঢাকার বাইরে নেত্রকোণা, কুমিল্লা, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, নরসিংদীতে নিজস্ব জমি আছে। সরকার অনুমোদিত একটি গঠনতন্ত্রের আলোকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদ আঞ্জুমানের দায়িত্বে থাকে। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমান ব্যক্তিত্ব আঞ্জুমানের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে জাস্টিস সরফ উদ্দিন, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহ, স্যার ফজলুল হক, স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক, খান বাহাদুর এস কে এলাহী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সংগঠনটির পরিচিতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সেবামূলক কাজের জন্য ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৮৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার ও ১৯৯৬ সালে লাভ করে স্বাধীনতা পুরস্কার। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস কনব্যাড এন ফাউন্ডেশন এ প্রতিষ্ঠানটিকে 'হিল্টন হিউম্যানিটেরিয়ান প্রাইজ'-এর জন্য মনোনীত করে।

আশরাফুল ইসলাম
ছবি : **শ্রাবণ রেজা**

টেলিবার্তা